শ্রীধরিত্রী দেবী কর্তৃক
৫/৬ সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীট হইতে
প্রকাশিত

প্রথম মুদ্রণ
আশ্বিন—১৩৪৭

রংমশাল প্রেসে,
শ্রীকানাইলাল গুপ্ত কর্তৃক
মুদ্রিত।

মার

শ্রীচরণে



আমার প্রথম পূজোর ফুল !

মুখবন্ধ

ভূমিকা লেখা চলতি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে; অবশ্য এর যে কোনো সার্থকতা নেই একথা বলা চলেনা—নিজের দু' একটা কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায়।

এই গাথাটীর রচনা কাল চৈত্র, ১৩৪৪ সাল। এতদিন বাক্সবন্দী ছিল; মুক্তি পেয়ে যে দিনের আলোয় প্রকাশ পেলো তার মূলে আছে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীমান রবি ও রমেন।

প্রকাশের যাবতীয় পরিশ্রম, মায় প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত, করেছেন শ্রীধরিত্রী দেবী ও মণীশ ঘটক। তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ছবিটি এঁকেছেন শ্রীনরনারায়ণ চৌধুরী, শান্তি নিকেতন। শ্রদ্ধেয় অজিত চক্রবর্ত্তী যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন।

আর একজনের কথা মনে পড়ছে; কিন্তু তিনি আজ স্বর্গে। সেই স্বর্গতা দেবীকে প্রণাম।

আশ্বিন, ১৩৪৭
গয়া

শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ খান

একটি কুসুম

দিবসের শেষ আলোক নেমেছে অশোক তরুর শিরে
সূর্য্যদেবের অশ্ব থেমেছে অস্তাচলের তীরে :
গোধন ফিরেছে ম্লান গোধূলিতে, এসেছে বিহগদল,
গাগরী ভরিয়া ফিরেছে বধূরা ফুটায়ে স্বর্ণদল !
কৃষাণ ফিরেছে সারাদিন পরে কৃষাণীর ছায়াতলে,
নিবিড় প্রেমের শত ঝঙ্কার কপোত-কপোতী বলে !
যতদূর চলে চোখের দৃষ্টি আজি শ্যাম সন্ধ্যায়,
ক্লান্ত প্রকৃতি—নিরজন পথ—এই শুধু দেখা যায় :
কেবল তাহার মেটেনিকো আশা নিশিদিন গান করি,
তাই চলিয়াছে গাহিয়া গাহিয়া আত্রেয়ী সুন্দরী !

হিমালয়-গিরি শিখর হইতে নামিয়া এসেছে নদী,
মর্ত্তে আনিয়া স্বর্গের সুধা বিতরিছে নিরবধি !
আপনার শ্যাম সুষমা ঢালিয়া শ্যামল করেছে ধরা,
রূপের আলোকে পুলকিত দিশি,—উর্ব্বশী মনোহরা !
চলিছে চমকি ঠমকি ঠমকি—বাজিতেছে রিণি ঝিনি,
অলকা হ'তে কি আসিয়াছে নেমে স্নেহের মন্দাকিনী !
মধুবন হতে কুমারী কন্যা—গ্রামের বধূরা নীরে
প্রবাসী-জনের কল্যাণ লাগি প্রদীপ ভাসায় ধীরে !
শ্যাম সন্ধ্যার সুন্দর ক্ষণে আধা আলো আব্‌ছায়,
সুন্দরী সেই পল্লী-বধূর মুখখানি দেখা যায় !

*

সেই মধুবনে বাস করে বহু বৈষ্ণব অধিবাসী
জানিনাকো তারা আদিম কিম্বা হয়ত এসেছে ভাসি।
কৃষিই তাদের প্রধান জীবিকা—কেউ সেথা মালাকর,
কীর্ত্তন গেয়ে বেড়ায় অনেকে বাঁধিয়া সেথায় ঘর।

গোলাভরা ধান, গোশালায় গাভী, সবে পুলকিত-মনে
শান্তির নীড়ে গড়িয়া তুলেছে সুন্দর মধুবনে।
সকালে উঠিয়া মাঠে যায় কেহ—বসে কেহ তুলি ধরি,
একতারা লয়ে কেহ বাহিরায় নাম-কীর্ত্তন করি।
পর্ব্বে পর্ব্বে প্রতিমা বানায়—কেহ বা পুতুল গড়ে
রঙীন তুলিতে টানিয়া টানিয়া পটুয়া চিত্র করে।
গ্রামের বধূরা জল ভরে কেহ—লাগে কেহ গৃহ কাজে
চারু-চরণের সোনার নূপুর রণিয়া রণিয়া বাজে।
গাভীরে দুহিছে কেহ আঙিনাতে, কেহ যায় মাঠে বাটে,
স্নান করি কোন সুন্দরী মেয়ে মুখেতে তিলক কাটে।
নদীর কিনারে স্নান করে সবে মেয়েলি জটলা করি
গহীন গাঙের নীল-যমুনায় ফোটে কি গো অপ্সরী!
কুমারী মেয়েরা ফুল তোলে সবে কবরীতে রচে মালা,
সুজন নেয়ের পথপানে চেয়ে ভাবে বসে কোন বালা!
ভালো লাগে যারে তাহারি দুয়ারে আন্‌মনে যায় ধেয়ে,
দেখা পেলে পরে চমকি পালায় হরিণ-নয়না মেয়ে!

এমনি করিয়া দিন কেটে যায়—সন্ধ্যা পিদীম জ্বেলে,
গ্রামের লোকেরা কীর্ত্তন করে মন্দিরা করতালে।
এমনি নিবিড় একটানা সুরে প্রেম-পুলকিত মনে
পল্লীর শ্যাম সরস জীবন কেটে চলে মধুবনে!

*

সেই পল্লীতে সব থেকে ধনী—গিরিধারী নাম ধরে,
পেয়েছিল এক সোনার কন্যা—বুঝি বিধাতার বরে :
বর্ণে তাহার হার মেনে যায় কনক চাঁপার কলি,
কুসুম ভাবিয়া বসিবারে চায় মুখে তার মধু-অলি!
কাজল ডাগর চোখ দুটি দেখে হরিণেরা ছুটে আসে,
পথের পাগল—সেও বুঝি তারে দেখা পেলে ভালবাসে!
দোল খেতে তার সোনার বক্ষে ফুলধনু ফেলে আজি
এল কি মদন—রূপের দেবতা মাধবিকা-রূপে সাজি
নিখিল বিশ্ব নিঙাড়ি নিঙাড়ি সৃষ্টির পারমিতা,
কুসুম বলিয়া সবে ডাকে তারে—সুন্দরী, সুস্মিতা!

তাহাদের ঠিক পাশের বাড়ীতে বিধবা বসতি করে
সংসারে এক ছেলে ছাড়া তার সকলি গিয়েছে মরে
বিঘে দুই জমি সম্বল তার—কোন মতে যায় কেটে,
মাতার মনের সকল পিপাসা পুত্রেরে হেরে মেটে।
সুন্দর শ্যাম বরণ তাহার—মুখখানি মধুভরা
চঞ্চল চোখ—নিটোল গঠন—পাথর খুঁদিয়া করা,
যেন মহাজন ধেয়ানে হেরিয়া সৃষ্টি করেছে তারে
একবার দেখে আশ মেটেনাকো—সাধ হয় দেখিবারে!
হরিণ-শিশুর চপলতা তার, চৈত্র পবন সম,
কিশলয় জিনি নধর মূরতি—নবীনতা নিরুপম!
খেলাতে তাহার ঘোর নিপুণতা—বরাবর তার জয়,
ভরা ভাদরের ভরা আত্রেয়ী অক্লেশে পার হয়।
নদীর কিনারে বসিয়া যখন ভাটিয়ালি সুর গায়,
গহীন গাঙের যতেক নাইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।
শুক্লারাতের জোছনায় নেয়ে ঘরের দাবায় বসি,
বেণুটি বাজায়—পথ ভুলে যায় নীল গগনের শশী

পল্লীবধূর ঘুম ভেঙে যায়—শুয়ে শুয়ে বাঁশী শোনে
বিরহিনী নারী ভুলে যায় ব্যথা—চেয়ে থাকে আন্‌মনে !
স্তব্ধ প্রকৃতি—সেও কাঁদে হায় বসুধারা হিম্ ভরি,
অজানা ব্যথায় নিবিড়তা চায় স্বামী-সোহাগিনী নারী !
তাইত কানাই পুরুষ নারীর সবার নয়নে আলো,
তাইতে তাহারে মোদের কুসুম সব চেয়ে বাসে ভালো।
কানায়ে না হলে কুসুমের কভু খেলা জমিতনা মোটে,
কানায়ের ব্যথা সব থেকে তার বালিকা-মরমে ফোটে।
সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি সারাদিন দুই জনে
ঘুরিয়া বেড়ায় নদীর কিনারে—বৈঁচির ফুলবনে
শীতল সায়রে সাঁতার কাটিত দুজনে উজান ধরি,
এক সাথে বসে গেয়ে যেত গান বকুলের মালা পরি ;
অবাক নয়নে বিদেশী নেয়েরা তাদের দেখিত চেয়ে
দুইখানি মুখ ভাবিতে ভাবিতে চলে যেত তরী বেয়ে !
কুসুমের লাগি ফুল এনে দিতে নিবিড় বনেতে গিয়া,
চেনা ও অচেনা ফুলের অর্ঘ্যে কানাই সাজাত প্রিয়া !

মাধবী সাজাত সোনার কণ্ঠে—কেয়ার কাঁকন গড়ি
রক্ত-করবী কুন্তলে দিত—যেন কোন বন-পরী
শ্যাম বনানীর শ্যামল স্বর্গে আসিয়াছে ভালবেসে,
কৌতুকে-নাওয়া কাজল নয়নে কানাই চাহিত হেসে
এম্‌নি করিয়া নিবিড় বাঁধনে এই শিশু হিয়া দুটি,
উঠেছিল যেন একটি বৃন্তে পরম সোহাগে ফুটি !

*

সেবার কানাই রথের মেলায় গিয়েছিল বলিহারে
নিশিদিনমান কাটাত কুসুম ঘরের বাহির দ্বারে,
সুমুখের ওই সরু পথ দিয়ে গিয়েছে বন্ধু চলি,
কবে যে ফিরিবে—এই ভেবে তার আঁখি হত ছলছলি !
মন বসিতনা পুতুল খেলায়—ভাল লাগিতনা মোটে,
অজানা ব্যথার তীব্র দহনে বুক যে ভরিয়া ওঠে !
কিন্তু যখন ফিরে এল তারা—কুসুম গিয়েছে চলে
দুর্গম দূর বনের গহনে—নির্জ্জন বনতলে—

কানাই তাহারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিল বনে
কেবলি কাঁদিবে অবোধ বালিকা—কথা কি কিছুই শোনে
অনেক করিয়া এনেছিল ঘরে ভাসিয়া চোখের জলে,
তাহারে ছাড়িয়া যাবেনাকো আর—এই সব কথা বলে !

*

এম্‌নি করিয়া কৈশোর গেল—এল মধু যৌবন,
আজানা পুলকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল মর্ম্ম-মন।
ফাগুন আসিলে বৃন্তে বৃন্তে জাগে নব কিশলয়,
জানে কি বিটপী নব-জাগরণ কোথা হ'তে এল হায় !
তেম্‌নি করিয়া মনের গহনে উঠে পাতা মর্ম্মরি,
কোথা হ'তে আসে মধুর প্লাবন কানায় কানায় ভরি।
পুষ্পের মত অন্তর হ'তে উঠে সুধা নিরুপম,
অজানা পুলকে চমকি চমকি কস্তুরী-মৃগ সম।
তেম্‌নি করিয়া এল যৌবন কুসুমের মন-ছায়
বুঝিতে পারেনা নিয়ত পরাণ কি যেন পাইতে চায়।

কানাই আসিলে খুসীর প্লাবন উচ্ছ্বসি উঠে মনে
নিয়ত তাহারে নিকটে পাইতে সাধ হয় অকারণে।
বন্ধু যখন তার পানে চায়—কেন জানি মরি মরি
সলাজ সরমে রক্ত কপোল উঠে যেন রঙ ভরি।
যেখানে আছিল অবাধ মিলন—লজ্জা সেখানে আসে,
কথাটি কহিতে ভয় হয় মনে—চেয়ে দেখে চারিপাশে!
চকিত-নয়না হরিণীর সম উঠে মন মধু ভরি
মুগ্ধ কানাই অপলক চোখে চেয়ে দেখে সুন্দরী।

*

এম্‌নি করিয়া দিন কেটে যায়—একদা স্নানার্থিনী,
গিয়েছিল নদে সিনান করিতে কুসুমিকা একাকিনী
নীল যমুনার নিতল গহনে ফুটায়ে নীলোৎপল,
উঠিছে—ডুবিছে মরালের মত, খেলিতেছে অবিরল।
উজানের বুকে কাকলী শুনিয়া কুসুম দেখিল চাহি
কলাপীর রঙে চিত্রিত এক তরণী আসিছে বাহি

না'য়ের উপরে বসিয়া একটি যুবক দেখিছে চেয়ে
নিখিল ধরার সব বিস্ময় ঝরিতেছে আঁখি বেয়ে।
চকিত-নয়না হরিণীর সম কুমারী সলাজ ত্রাসে,
সরমে টানিল বুকের বসন, বিস্তৃত কেশপাশে ;
চাহিয়া চাহিয়া চলে গেল তরী—নদীর অপর বাঁকে,
তবু বিদেশীর মুখ দেখা যায় কাশের বনের ফাঁকে ;
তারপর আর যায় নাকো দেখা—কুসুম উঠিল তীরে,
বালুর বেলায় শতদল আঁখি চলি গেল ধীরে ধীরে !

*

সেদিন কুসুম ছিলোনাকো ঘরে, গিয়েছিল বেণু বনে,
ঘরে ফিরিবার বারতা তাহার হায় কিরে ছিল মনে ?
ভুবন-ভুলানো কানুর বাঁশরী শুনেছিল পাশে বসি,
মধুর রাগিনী রণিয়া রণিয়া উঠেছিল উচ্ছ্বসি !
গোধূলি কখন শেষ হয়ে গেছে প্রদীপ জ্বলেছে ঘরে
সহসা তাহার চেতনা ফিরিল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ;

বাড়ী এসে শোনে নতুন বারতা—জননী কহেন বকে,
‘এত দেরী কেন করিস্ বাহিরে—ফিরে চলে গেল লোকে।
মথুরাপুরের চরণ দাসের নাম না শুনেছে কে,
কুবেরের সম অতুল বিভব জীবনে করেছে সে।
গোলাভরা ধান—দশটা পুকুর—দালান করেছে বাড়ী
সংসারে তার অচলা লক্ষ্মী—ভক্তিতে বাঁধা তারি।
তাহারি জ্যেষ্ঠ-পুত্রের লাগি তোমারে তাহারা চায়
এমন ভাগ্য তোমার কপালে সত্যি কি হবে হায়?
কুলেতে তাহারা নিকষ কুলীন—তাহাদের ওই ঘরে
বধূরূপে যেতে কত রূপবতী আরাধনা করে মরে।
নেহাৎ তাদের সাধের ছেলের তোমারে লেগেছে চোখে,
তাইত তাহারা এসেছিল হেথা—নয়ত এসব লোকে
মোদের কুটীরে অযাচিত ভাবে কেন বা আসিবে বল্
বহু পুণ্যে ও কপালের জোরে লভিলি এমন ফল।
বিয়ের খরচ তাহারাই দেবে—মনের মতন করি
বাজারে চল্তি যতেক গহনা দেবে তোর দেহ ভরি

কল্য তাহারা আবার আসিবে তোমারে দেখিবে বলে'—
এতবলি চলি গেলেন জননী খুসীর প্লাবনে গলে।
এদিকে নয়ন জলে ভরে আসে—কুসুম চলিল ঘরে
কাঁদিয়া বিদ্ধা হরিণীর মত লুটাল শয়ন পরে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভিজাল বিছানা—ভিজাল শয্যাতল
কুসুমের মত দুটি চোখ হ'তে খসিছে পাপ্‌ড়ি দল!
মনের গোপন কানন ব্যপিয়া কানাই রয়েছে ভরি,
পাতায় পাতায় তারি গান গায়—উঠে মন মর্ম্মরি
তাহারে ত্যাজিতে পারিবেনা কভু—পূজিবে সে চুপেচুপে,
দেহের দেউলে আরতি করিবে জ্বালায়ে প্রেমের ধূপে।
নিখিল ধরার যত শোভাগান সে-ই যে নিয়েছে হরি—
তাহার তীর্থ—তাহার স্বর্গ কানাই রয়েছে ভরি।
কানুর প্রীতির ভিখারিণী সে যে—কানুর দুঃখে দুখী
কানুর কিরণে বিকশিত তনু যেন সে সূর্য্যমুখী।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশিদিন যায়—বেদনায় তনু ক্ষীণ,
নয়নে বচনে অসীম ক্লান্তি—উন্মনা উদাসীন।

দিবসের শেষ আলোক নিবিলে কমলিনী কেঁদে মরে
তেমতি কানুর বিরহ-দহনে কুসুমের আঁখি ঝরে।

*

মেয়ের ব্যথায় বুক ভরে যায়—জননী কহেন কেঁদে,
'তটিনী চলেছে সাগরের পানে—তাহারে রাখিবে বেঁধে ?
মেয়ে যদি মোর কাঁদে আজীবন সোনার শয়ন তলে
কী-ফল লভিবে একটি কন্যা কেঁদে যদি যায় চলে ?
তার চেয়ে তারে দিব সেখানেতে যেখানে তাহার মন,
কানুর পীরিতে রচিবে কুসুম কাননে বৃন্দাবন !'
কহে গিরিধারী—'মেয়েলী কথায় কান দিতে কভু নাই
সকল বিষয়ে এমন শ্রেষ্ঠ পাত্র কোথায় পাই ?
নিতে পারে তারা রাজার ঝিয়ারী—ধনীর কন্যা ঘরে
এমন পাত্র যেচে আসিয়াছে—ফেরাব কেমন করে ?
কত আদরের একটি কন্যা, গরীবের ঘরে যদি
সারাটী জীবন দুখের দহনে ক্লেশ পায় নিরবধি

আমি পিতা তাহা হেরিতে নারিব কভু দুটি আঁখি মেলে,
সোনার কমলে ফেলিব কি হায় পঙ্কিল পল্বলে ?'
পাশে বসেছিল জ্যেষ্ঠপুত্র—কহিল সে মাথা নেড়ে
'অনুতাপে শেষে কাঁদিয়া মরিবে এমন পাত্র ছেড়ে।
বিবাহের পরে গা'ভরা গহনা—পেলে পরে ভাল সাড়ী
শ্বশুরের ঘর ছাড়িয়া তখন আসিতে চাবেনা বাড়ী!
শিশু-জীবনের সকল কথাই ভুলিবে তখন হেসে,
তোমাকে আমাকে ভুলে যাবে হায় দেখিও তখন শেষে।'

*

গ্রামের সকলে শুনিল বারতা—রটি' গেল মধুবনে
কুসুমের বিয়ে মথুরাপুরেতে—সতেরই ফাল্গুনে
সাতদিন ভরি হবে উৎসব—বিজ্‌লী আলোক জ্বালা
নহবৎ হবে—বিলিতি বাদ্য—গান হবে ছয় পালা;
মহা সমারোহ—ভারি ধুমধাম—কখনো দেখেনি লোকে,
অতি পুলকিত গ্রামের সকলে নতুন দেখিবে চোখে।

সকলে ভাবিল—গিরিধারী-দার কপালের জোর বেশী,
কিন্তু কি তায়—খুসী হবে হায়—কুসুম কাজল-কেশী ?
তাহারা ত জানে কানা'য়ের সাথে কুসুমের বিয়ে হবে
ধনীর পুত্র পেয়ে গিরিধারী তাহাকে ছাড়িল তবে ?
গ্রামের বধূরা অবাক নয়নে ভেবে মরে বারেবারে
কুসুম কি তার কানাই দাদারে সত্যি ভুলিতে পারে ?
(এ জগতে হায় অর্থ কি চায় সকলেই প্রাণপণে—
প্রেমের মূল্য—প্রেমের সাধনা—নাই কি গো এভুবনে ?)
কানা'য়ের কথা ভাবিয়া তাহারা ফেলিল চোখের জল—
হায়রে দুঃখী ! পাষাণীর পায়ে দিলি প্রেম নিষ্ফল ।

*

সেদিন সবার ঘুম ভেঙে যায় শুনে সানা'য়ের সুর
করুণ রোদনে রণিয়া রণিয়া করিতেছে ব্যথাতুর !
বিরহের গানে নিখিল ভুবন করিতেছে বিহ্বল,
বিশ্ব-প্রকৃতি বেদনা আহত—অশ্রুতে ছল্‌ছল্ ।

রাত্রি হইতে লাগিয়াছে ধুম গিরিধারীদার ঘরে
মথুরাপুরের পক্ষ এসেছে কাল সন্ধ্যার পরে
সারি সারি তাঁবু খাটানো হয়েছে বকুলের ছায়াতলে
সাজানো হয়েছে রঙীন নিশানে—কাগজের ফুলদলে।
আকাশ ঢাকিয়া, টাঙানো হয়েছে বড় বড় সামিয়ানা
সহর হইতে বিলিতি বাদ্য কাল হইয়াছে আনা।
গানের আসর বসিয়া গিয়াছে—সোরগোল চারিধারে
কামানের মত আতসবাজীরা ফুটিতেছে বারে বারে।
গ্রামের সকলে করিতেছে ভিড়—আসিয়াছে সবে জুটি,
ছোট ছেলে মেয়ে নবীন বসনে করে শুধু ছুটোছুটি।
সকলের মুখ খুসীতে দীপ্ত—উল্লাসে মাতোয়ারা,
গৃহের কোণেতে কাঁদিছে কন্যা—সে কথা কী জানে তারা?
আকাশ বাতাস রণিয়া রণিয়া উঠে শুধু কোলাহল
খুসীর প্লাবনে সকলে মগ্ন—কেবল নীলোৎপল
কানুর কিরণ বিহনে আজিকে হইয়াছে মৃত-প্রায়
ঝরিবারে চাহে পাপ্‌ড়ি তাহার আজি শ্যাম-সন্ধ্যায়!

বাতায়নে বসি চেয়ে রয় দূরে—ওই পুকুরের পাড়ে
ভ্রমরের মত দুটি আঁখি তার ঘুরে মরে বারে বারে
হায়রে সেথা কি এসে দাঁড়াবেনা একটি নিমেষ তরে
তাহার বন্ধু, দয়িত তাহার—যার তরে আঁখি ঝরে।
সানা'য়ের সুরে কাহার কান্না ভেসে আসে অবিরত
স্তব্ধ প্রকৃতি চেয়ে আছে কেন এমন বাক্যহত।
দখিনা পবন কেঁদে কেঁদে যায় করুণ মর্ম্মরিয়া
আজিকে তাহার মৃত্যুতিথিতে তারো কি ঝুরিছে হিয়া?
পরনে তাহার রক্ত-বসন, নয়নে কাজল-বাঁকা,
চাঁদ মুখে তার সোনার তিলক চারু চন্দনে আঁকা
সরু দুটি হাতে সোনার কাঁকণ, গলে শোভে শতনরী
কাজল-কেশের কাননের মাঝে মুখখানি মরি মরি!
আকাশ পারের অলকার বুকে শুক্লাচন্দ্র সমা
পথের বারতা ভুল করে আজি নেমেছে কি মনোরমা?
জননী আসিয়া চুমো খেয়ে কন, টানিয়া বুকের কাছে
'আজি শুভদিনে নয়নের জল কভু কি ফেলিতে আছে?'

কাঁদিয়া কুসুম চুপিচুপি কয়—'শুভদিন নহে হায়—
আমার মৃত্যু-লগ্ন আসিছে আজি শ্যাম-সন্ধ্যায়।'
নিবিড় করিয়া বুকে টেনে নিয়ে জননী কহেন চেয়ে
'এমন কথা কি মুখে আনে আজ—দেখো তুমি মাগো যেয়ে
মনের ভবনে আজি ফাল্গুনে নিলে যারে পূজো করে
নারী-জীবনের পরম পাথেয় দেবতা আছেন ভরে।'

*

ক্রমে ক্রমে হায় দিন চলে যায়—গোধূলি লগন আসে,
বেদনা-বিধুর দখিনা পবন গুমরি গুমরি শ্বাসে।
গৃহে গৃহে জ্বলে সন্ধ্যার দীপ গগনে উঠিল শশী,
আশ্রয় পেল পল্লী ভবনে উদাসীন পরদেশী।
নদীর সায়রে গান গেয়ে যায় কোন মাঝি তরী বেয়ে
উপরে আলোর অতি সমারোহ দেখে কুতূহলে চেয়ে।

পাশে বসেছিল সখি মল্লিকা—কুসুম বলিল তারে—
'একটি নিমেষ দেখে নেবো শুধু—পারিস্ কি ডাকিবারে ?
বলিবি তাহারে সাধের কুসুম ঝরিবে আজিকে হায়—
মরণ তাহার আসিতেছে ধেয়ে এই শ্যাম-সন্ধ্যায়
চাহিবনা কিছু—শুধু চেয়ে রব তাহার মুখের পানে
তারপরে মোর ভাসাব তরণী মরণের অভিযানে।
এইটুকু শুধু মিনতি আমার বলো সখি তারে তুমি,
তাহার কুসুম ঝরিবারে চাহে তাহার চরণ চুমি।'
ব্যথার বাষ্পে ছেয়ে আছে সুর—নেয়ে আসে আঁখিতল,
কঠিন দহনে নুয়ে যেতে চায় পূরবীতে উৎপল !
'যাই আমি'—বলি সখি মল্লিকা চলি গেল সন্ধানে,
কুসুমের দুখে তাহারো যে বুকে বেদনা বহিয়া আনে !
বসিয়া বসিয়া বুক কাঁপে তার—ধারা বহে অবিরল
তাহার মিনতি—তাহার কান্না—হবে হায় নিষ্ফল !
আজি পূরবীর ক্লান্ত রবির অস্তাচলের দেশে,
যাত্রাপথের তোরণ দুয়ারে দেখা দেবে সে কি এসে ?

দেখা দিলে হায়—নমিয়া চরণে কহিবে সে—'নিরুপম'
আজি ত্বঃখিনীর সকল ত্বঃখ—সকল পতন ক্ষম,
মোর জীবনের সব সম্পদ নিঙাড়ি নিঙাড়ি টানি,
দেবতার সেই প্রেমের দেউলে উপায়ন দিব আনি
নয়নের জলে ভিক্ষা মাগিয়া তোমারে লইব কেঁদে—
আর হারাবনা—বুকের গোপন পেটীকায় নেবো বেঁধে।'
ভাবিছে কন্যা কতই বারতা—এমন সময় ধীরে
ফিরে এল সখি মল্লিকা হায় ভাসিয়া নয়ন-নীরে—
কহিল তাহারে—'খোঁজ নেই তার আজ তিন দিন ধরি
বিধবা জননী খুঁজে খুঁজে সারা—কেঁদে বুঝি যাবে মরি।'
শুনিয়া কন্যা পড়িল লুটিয়া—চেতনা হারায়ে যায়
চীৎকার শুনি সকলে জুটিল—করে সবে হায় হায়!
মুখে দেয় জল—মাথায় শীতল পাখা করে সবে কসে,
ক্ষণেক পরেই চেতনা লভিয়া কুমারী উঠিল বসে।

সকলে কহিল—'নিশিদনমান—উপবাসী—তার ফল'
হায়রে—জানেনা—কিসের দহনে ভাঙি পড়ে উৎপল !

*

ক্রমে শোনা যায় বিয়ের বাদ্য—সানা'য়ের ক্রন্দন,
অধিবাসী যত কূজন নিরত—সবে পুলকিত মন।
বিজ্‌লী বাতির মঞ্চ আসিছে তম বিদারণ করি
তিমির চিরিয়া উঠিতেছে ফুটে আলোকের ফুলঝুরী !
ফুটিছে পট্‌কা—ছুটিছে হাউই আকাশের বুক চিরে
ইন্দ্র-পুরীর সকল সজ্জা মর্ত্ত্যে নামিল কিরে ?
দুপাশে চলিছে শতেক প্রহরী—হাতে লয়ে আসাসোটা,
যেন কোন বীর চলিছে সমরে পেছনে কটক গোটা ;
মাঝখানে চলে সুবেশিত বর ময়ূর-পঙ্খী চড়ি
মধুবন আজি মধুবন নয়—যেন কোন অপ্‌সরী !
মহাসমারোহে পৌছিল এসে বিবাহ-বাসর দ্বারে
সুন্দরী সব পুর-নারীগণ বরণ করিল তারে।

ঘন ঘন লাজ বরিষণ করে—উলুদেয় অবিরত
রিণি ঝিনি সুরে সোনার চুড়ীর বীন্ বাজে শত শত।
কাজল আঁখির বিজ্‌লী হানিছে সুরসিকা সুন্দরী
অলকা হতে কি রূপসী পরীরা এসেছে তরণী ভরি ?
আসরে বসিল সুবেশিত বর—কন্যা আনিল সবে
বিস্ময়ে সবে চমকি চাহিল উর্ব্বশী, বুঝি হবে—
নৃত্য-সভার ভাঙিয়া ছন্দ—প্রকৃতির পারমিতা
জনম নিয়েছে এই মধুবনে—সুন্দরী সুস্মিতা !
বরের মনের খুশীর প্লাবন মুখ দেখে জানা যায়,
কৌতুকে-নাওয়া নয়ান মেলিয়া কুমারী কন্যা চায়—
মুখখানি তার চেনা মনে হয়—দেখেছিল যেন কবে,
ময়ুর-পঙ্খী তরণীর সেই বিদেশী নাইয়া হবে !
গিরিধারী যবে সঁপিল সুজনে মেয়ের পদ্ম-পাণি,
কুসুমের মন কেঁদে কেঁদে উঠে হায় কেন নাহি জানি
সকল হর্ষ—সব উল্লাস—সকলি ছাপায়ে উঠি
যেন কোন দীন দুঃখী জনের বেদনা উঠিছে ফুটি ।

বরের বৃহৎ বাহুর বিথানে যেন মুকুলিত কলি
দুরন্ত কোন চৈত্র পবনে উঠিতেছে ছলছলি।
এইরূপে হয় মহাসমারোহে সুন্দর মধুবনে,
সুজনের সাথে কুসুমের বিয়ে—সতেরই ফাল্গুনে

*

বিবাহের পর চলিল সুজন সাথে লয়ে নববধু
নবীন বদনে প্রেমের কিরণ—অন্তরে ভরা মধু;
কুসুমের মত দুইটি কোমল মৃণাল হস্ত টানি
নব-মুকুলিত—নবীন-লতিকা নিবিড় করিয়া আনি
কহে কানে কানে—'ওগো বিদেশিনী—আজি এই পরদেশী
ভুলে গেল তার পথের বারতা তোমার দুয়ারে আসি,
ভোলালে বন্ধু সকল বেদনা—কী মায়া লাগালে চোখে
জানিনা কোথায়—কোন অলকায়—ছিলে কি চন্দ্রালোকে!
জনম অবধি ধেয়ানে হেরিনু নিশিদিনমান ভরি
আজি এলে তুমি, সঙ্গিনী মোর, সার্থক শর্ব্বরী।

পোহাল রাত্রি—বিকশিত দিশি—লভিনু স্পর্শমণি,
সংসার পথে নবীন-যাত্রী—তুমি মোর সঙ্গিনী !'
চুপি চুপি বধূ শুনিল কাহিনী—স্বামীর সোহাগ কথা,
করুণায় তার বুক ভরে যায়—দিতে হবে এরে ব্যথা !
হায়রে দুঃখী ! তুহার বেদনা করে আজি বিহ্বল
এমন অসীম প্রেমের মূল্যে কিনিবি চোখের জল !
এমন সময় করুণ রোদন কোথা হতে বাজে কানে
গৃহহারা কোন পথিকজনের বেদনা বহিয়া আনে !
ভেসে আসে ছবি—হতাশ পথিক নিরুদ্দেশের পথে
নিশিদিন ধরি একাকী চলিছে ক্লান্তি বিহীন রথে,
দিবসে দুপুরে দহিছে সূর্য্য আগ্নেয় নিঃশ্বাসে,
কেমনে কাটিছে শীতের রাত্রি দুঃসহ পরবাসে !
মনে হয় হায় একখানি মুখ ভাসিছে চোখের জলে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমায়ে পড়েছে কোথা কোন তরুতলে
তিমির রাত্রি—দুর্গম পথ—দুঃসহ নীরবতা,
চোখে নাহি ঘুম—মুখে নাহি হাসি—কেবা জানে তার কথা ;

একাকী চলিছে তার নাম জপি; তার মুখখানি স্মরি,
জীবন প্রভাতে বরণ করেছে দুর্ব্বিহ শর্ব্বরী।
চোখে আসে জল, ভাবিতে পারেনা—চক্ষু মুদিয়া থাকে,
কঠিন নিয়তি ফেলেছে তাহাকে দারুণ দুর্ব্বিপাকে।
জাগিয়া জাগিয়া কেটে যায় রাত—ভাবে বসে সারাদিন
আহারে বিহারে মোটে রুচি নাই—ক্রমে হয় তনু ক্ষীণ;
ধনীর গৃহের বড় আদরের একাকিনী বধূ সে যে
তাইত ত্বরিতে তাহার বারতা উঠিল সঘনে বেজে।
এল কবিরাজ—হকিম এলেন—ওষুধ আসিল কত
দিশি ও বিদেশি হরেক রকম শিশি যে জুটিল তত।
সহর হইতে বড় ডাক্তার অবশেষে হ'ল আনা,
বলিলেন তিনি—'মনের অসুখ—আগে থেকে ছিল জানা—
মন ভাল হলে অসুখ যাইবে—ওষুধে সারিবেনাকো,
চিত্ত নিয়ত চিন্তাযুক্ত—পুলকিত সদা রাখো।'
বাড়ীর সকলে সদাই ব্যস্ত, তাহার খুশীর তরে
শাশুড়ী হইতে দাসীটি অবধি ভাবিয়া ভাবিয়া মরে।

সুজন তাহারে ভালবসে বড়—কতবার কাছে এনে,
মুখখানি ধরে বুকের গহনে নিবিড় করিয়া টেনে,
বলে বারবার, 'কুসুম তোমার, কী ব্যথা আমারে কহ,
আহারে বিহারে এমন অরুচি—কেন ভাবো অহরহ ?
তোমার লাগিয়া রেখেছি মঞ্জু ময়নামতীর সাড়ী
ময়ুর-পঙ্খী—শিপ্রা, কাবেরী, রং কিবা বলিহারী !
সহর হইতে এনেছি গহনা—নানা রঙে মিনে করা
হাতের কাঁকন, কানের ঝুমকো—মঞ্জুল-মনোহরা
সিঁথির তিলক—গলার মাল্য—সুন্দর শতনরী
তোমারি বিলাস লাগিয়া প্রেয়সী পেটিকা রেখেছি ভরি।
তুমি দুটি হাতে কভু নাহি ছোঁও—ওগো নিরমম প্রিয়া
কঠিন পাষাণে গড়া কি কন্যা তোমার পেলব হিয়া ?
তোমার ব্যথার কাহিনী আজিকে—কহগো আমারে কহ,
নীরব রহিয়া নিশিদিন কেন দুখের অনলে দহ।'
তবুও কন্যা তোলেনাক মুখ—বক্ষে রয়েছে পড়ি
পদ্মের মত দুটি আঁখি হ'তে পাপ্‌ড়ি পড়িছে ঝরি !

অশ্রু মুছায়ে সুজন সুধায়—'বাড়ী যেতে মন চায় ?
কাঁদিতেছে তব প্রবাসী পরাণ মধুবন ছেড়ে হায় ?
কহিল কুসুম—'তাই নিয়ে চল, তুমি চল মোর সাথে
চিত্র-তরীতে চল মোরা যাই—যাবে কি গো আজ রাতে ?'
গৃহে ফিরিবার অনুমতি পেয়ে ফোটে তার মুখে হাসি,
নব-বর্ষার বর্ষণ মাঝে বিদ্যুৎ পরকাশি'।
হাসিয়া সুজন ম্লান চোখে কয়—'ওগো মোর ছোট মেয়ে
কল্য দুপুরে চলে যেও তুমি একাকিনী তরী বেয়ে।
অদ্য রজনী রহ বন্দিনী নির্ম্মম কারাগারে
যেথা মন চায় চলে যেও হায়—চাহিবনা রাখিবারে।'
তাহারো নয়ন করে ছলছল্ বেদনা ও অভিমানে,
ভালবাসিবার এতই দুঃখ—হায়রে কেউ তা জানে !



তখনো সন্ধ্যা হয়নি নিবিড়—প্রদীপ জ্বলেছে সবে
ভরিয়া উঠেছে পল্লী গগন সঘন ঝিল্লী রবে।

জ্যোছনা ধারায় ঝর্ণা বহিছে—আজি তিথি পূর্ণিমা
রূপের আলোয় ভরিল বিশ্ব—ভরিল তীর্থ-সীমা।
দখিনা পবন বহিতেছে মৃদু মধুরিয়া মন ভরি,
মিলন রাগিনী গাহিছে মঞ্জু মাধবিকা মর্ম্মরি'।
কোয়েল আবেগে কূজন ভুলেছে—কপোতী কাকলীহারা
যোজন ব্যাপিয়া আজি বিরহের বাজিছে সপ্তস্বরা।
যে রাগিনী আজি ব্যথার দহনে নিখিল ভরিয়া বহে
কালের করালে গত-যৌবনা আত্রেয়ী সেও দহে;
বিগত দিনের কাহিনী স্মরিয়া কাঁদিতেছে রিণিঝিনি,
বিরহিনী প্রিয়া অলকা হতে কি বাজাতেছে কিঙ্কিণী।
ছাতের উপরে আছিল সুজন নববধূ লয়ে পাশে,
চাহিয়াছিল সে অনিমেষ চোখে—দীঘল মর্ম্মশ্বাসে!
হায়রে এমন মাধবী যামিনী কাটিবে বিফলে দিয়া
তাহার ভাগ্যে এম্‌নি ফলিবে—ব্যথা বুঝিবেনা প্রিয়া!
নেহারি দেখিল নিঝুম লতিকা-আঁখির মাল্য হ'তে
ঝড়িয়া পড়িছে মুকুতার মালা আত্রেয়ী-সৈকতে!

ভিড়িল তরণী ময়ূর-পঙ্খী নিরঞ্জন মধুবনে
নামিল সুজন—নামিল কুসুম নীরব মৌন মনে,
সরু গ্রামপথে চলিতে চলিতে পঁহুছিল এসে বাড়ী
অতি বিস্মিত গিরিধারীলাল—মা খুশী হলেন ভারি।
বুকে টেনে নিয়ে চুমো খেয়ে কন—মুখপানে তার চেয়ে,
এমন চেহারা হইল কেমনে শ্বশুর-বাড়ীতে যেয়ে?
কহিল কন্যা—'ভালত ছিলাম'—মুখে তার ম্লান হাসি,
মা কহিল তারে—জানিস্ কুসুম—বিধবা পেয়েছে কাশী;
তোর বিবাহের আগে থেকে কবে কানাই গেছিল চলে
সেই দিন থেকে যশোদা-দিদির কাটিয়াছে আঁখিজলে।
অনাহারে একা কাঁদিত বৃথাই ঘরের দাবায় বসি
এখানে ওখানে খুঁজিয়া বেড়াত—গহন কাননে পশি
যেখানে যেখানে ছেলে যেত তার বাকী নেই কোনখানে
নদীর কিনারে—বেণুর কুঞ্জে গিয়েছিল সন্ধানে।
তারপরে শেষে হতাশ হইয়া—অনিদ্রা—অনাহারে
পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিত একাকী ঘরের বাহির দ্বারে।

মালতীর মাতা, আমি, মল্লিকা কতদিন গিয়ে সেধে
পারিনি তাহারে আহার করাতে—ফিরে আসিয়াছি কেঁদে
এখানে ওখানে খবর পাঠানু—সব লোক ফিরে এল,
হায়—বিধবার নয়নের মণি কেহ নাহি খুঁজে পেল।
এইরূপে গেল দিন পাঁচ-সাত—একদিন সন্ধ্যায়
দেখিবারে তারে গেলাম একেলা—কী দেখিনু ওরে হায়
কানা'য়ের ধুতি বক্ষে জড়ায়ে প'ড়িয়া রয়েছে মরি
চোখের ক্লিষ্ট কোটর দুটিতে অশ্রু বন্যা ভরি।
তারপর হায় সব কাজ হ'ল—তার তিনদিন পরে
সকালে আসিয়া মল্লিকা বলে—কানাই এসেছে ঘরে।
শুনে গিয়ে দেখি—হায়রে বাছারে! কদিনেই চেনা দায়,
মাটিতে লুটিয়া কাঁদিছে কেবলি গুমরি গুমরি হায়!
বুকে নিয়ে তারে বোঝানু কতই—বলিনু কতই কথা,
তবু না থামিল কান্না তাহার—কমিলনা তার ব্যথা
আমার বাড়ীতে আনিবার তরে কতই সাধিনু তারে
মানিক যাইয়া কত পীড়াপীড়ি—পারিলনা আনিবারে।

কাঁদিয়া কহিল, 'নিখিল বিশ্ব আমারে দিয়েছে ছেড়ে
নিদারুণ বিধি শেষ সম্বল—জননী নিলেন কেড়ে।
মৃত্যু আজিকে কামনা আমার বাঁচিবার স্পৃহা নাই,
কেবল দুঃখ, রাগ, অভিমান পুড়িয়া হয়েছে ছাই।'
তিনদিন থেকে করিল শ্রাদ্ধ—তারপরে শুনি হায়
বাড়ী জমিজমা সকলি বেচিয়া কোথায় চলিয়া যায়!
শুনিনু তখন কুঞ্জবনের বাবাজীর আখ্‌ড়াতে
একটি হাজার টাকা দিয়ে গেছে দ্বারিকানাথের হাতে।
আমার দুঃখ সব চেয়ে বেশী—আমি যে ইহার দায়ী
আমরণকাল ইহার যাতনা রবে মোর মনে স্থায়ী।'
নয়নে তাঁহার নামিল বন্যা—অনুতাপে মন ছায়
মৃত্যুর মত মলিন হেরিয়া শুধালেন কন্যায়—
'কী যে ভুল মাগো করিয়াছি মোরা—তোমা দেখে পড়ে মনে,
হায়রে এখন কি বা ফল আর আমরণ ক্রন্দনে?
কাঁদিয়া কি ফল—চল মাগো চল ঘরের ভেতরে বসি,
তোরে দেখে শুধু চোখে নামে জল—এই কী পূর্ণ-শশী?

হরিণীর মত লুটিয়া কন্যা পড়িল শয্যাতলে,
দেখে মনে হয়—হায়রে নিদয়—কে ছিঁড়িল উৎপলে।
রহিল পড়িয়া ছিন্ন-কুসুম আঁখিজলে স্নান করি
কী বা আছে আর কথা বলিবার—কেমনে বেদনা হরি'।
মাতা ডেকে ডেকে সাড়া নাহি পান—পিতা এসে হাত ধরে;
তবু না কহিল একটি বচন, রহিল তেমনি পড়ে।
সুজন বলিল, 'কথা দিনু আমি যেমন করিয়া পারি,
দিকে দিকে কাল পাঠাব বারতা, সন্ধান নেবো তারি;
তোমার লাগিয়া আনিব তাহারে—তুমি শুধু বেঁচে থাকো,
উঠে বসো, ওগো, মুখ তুলে চাও, মিনতি আমার রাখো।'

*

দিন চলে যায় রাত্রি ঘনায় আবার সবিতা উঠে,
কতই মুকুল রাতে ঝরে যায়—আবার বিহানে ফোটে
এম্‌নি করিয়া সময়ের স্রোত মিলিতেছে মহাকালে,
ভাঙিছে গড়িছে নিত্য-নূতন নিয়তির করতালে।

দিকে দিকে যারা গিয়েছিল খোঁজে, ফিরে এল নাহি পেয়ে
শুনিয়া কেবল ঝরে আঁখিজল কুসুমের চোখ বেয়ে।
কথা নাহি কয়—অলস শয়নে যাপে একা নিশিদিন
অনাহারে তনু হারালো কান্তি, ক্ষীণ হতে আরো ক্ষীণ
দেখে মনে হয় সহসা কখন পাপ্‌ড়ি পড়িবে ঝরি
দেখিয়া দেখিয়া কেঁদে উঠে প্রাণ—চোখে আসে জল ভরি।
সারাদিনমান চেয়ে রয় মুখে শিয়রে সুজন বসি,
দেখে চেয়ে চেয়ে কেমন করিয়া নিভিছে পূর্ণ-শশী!
কতবার কত মিনতি করেছে, হেরে গেছে সেধে সেধে,
কত আঁখিজল হ'ল যে বিফল—কত নিশি গেল কেঁদে।
অনেক সময় ম্লান তন্দ্রায়, হাসে সকরুণ হাসি,
উঠিয়া বসিয়া কান পেতে শোনে দূরাগত কোন বাঁশি;
কাহারে ডাকিয়া চুপিচুপি কয়—'ওগো তুমি নিরুপম,
ভোলো অভিমান—আজি অভাগীর সকল পতন ক্ষম
তোমারে ছাড়িতে পারিবনা কভু, বিরহ অনল দহে,
আসিতেছি আমি, 'আরো চুপিচুপি কী যেন অনেক কহে।

তন্দ্রা গভীর হয় আরবার—আবার জাগিয়া বলে—
'দেখিছনা, বঁধু, ভাসিছে তরণী মন্দাকিনীর জলে ?
তুমি আর আমি চলে যাব ভেসে ময়ুর-পঙ্খী চড়ি,
চলে যাব দূর অলকার পারে—পার হয়ে বিভাবরী।'
এম্‌নি কত কি বলে বারবার তাহার সংখ্যা নাই,
মাঝে মাঝে উঠে চীৎকার করে—'যাই-যাই-ওগো যাই
শিরে কর হেনে জননী কাঁদেন,—গিরিধারী হতবাক্
হায়রে ভাগ্য—তাহাদের পরে নিয়তির অভিশাপ !
শিয়রে সুজন বসি প্রাণপণ বড় দুটি চোখ ভ'রে
চির-জীবনের পাথেয় নিতেছে হায় কি এমন করে ?
ভূতলে পড়িয়া কাঁদিছে মাণিক—কাঁদিতেছে মল্লিকা,
অদূরে দাঁড়ায়ে গ্রামের সকলে যেন সব পটে লিখা !
এম্‌নি করিয়া কেটে গেল হায়—অবশেষে একদিন
বাজিয়া উঠিল নিরমম সুরে মরণের মহাবীন্
ক্লান্ত রবির বিদায়ের সাথে পূরবীর সুর ভরি
নিখিল-বিটপী-বৃন্ত হইতে কুসুম পড়িল ঝরি।

নামিল সন্ধ্যা—ঝরে আঁখিজল তাহার নয়ন হ'তে
কাঁদিয়া লুটাল নীল-উৎপল আত্রেয়ী-সৈকতে!
দখিনা পবন কেঁদে কেঁদে ফেরে ফাগুনের ফুলবনে
গ্রামের প্রান্তে রাখালের বেণু কেঁদে উঠে অকারণে!
জোছনার আলো পাণ্ডু বিবশ—বেদনায় বিহ্বল,
হায়রে দুঃখ—পূর্ণ-চাঁদের আঁখি করে ছলছল্!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হ'ল কি ক্লান্ত শুক্লা পৌর্ণমাসী
হাসিতে তাহার কোথায় দীপ্তি—মলিনতা উঠে ভাসি!
হায়রে কপোত কূজন ভুলিল—কেতকী কাঁদিয়া মরে
হাস্নুহানার কানন ব্যাপিয়া আঁখিজল শুধু ঝরে!

*

সেথা হ'তে দূরে—বহুদূর এক অখ্যাত গ্রামপথে
চলিতে আছিল বিদেশী পথিক ক্লান্তি-করুণ রথে।

চলিতে পারেনা—টানিয়া টানিয়া যাইতেছে তবু চলি
সহসা তাহার নয়ন দুইটি উঠে কেন ছল্‌ছলি !
সন্ধ্যেবেলার শিশির আসিল তাহার নয়নে নেমে
একখানি মুখ মনে পড়ে তার—বারবার ভাবে থেমে।
এম্‌নি করিয়া চলে যায় দূরে—কতদূরে পরদেশী,
হায়রে ধরণী—চেতনা হারাল—কাঁদিল পূর্ণ-শশী !



কেটে গেছে কত দিবস রজনী বিধির লিখনে লিখা,
চলিছে সূর্য্য—উঠিছে চন্দ্র—ফুটিতেছে নীহারিকা !
নিয়তির হাতে বাজে মন্দিরা—বিশ্ব নিয়ত দোলে
পূর্ণ পাঁচটি বছর গিয়েছে বিস্মরিণীর কোলে ।
এখনো তেম্‌নি কেটে যায় দিন সুন্দর মধুবনে,
হাসিয়া কাঁদিয়া নিত্য এ খেলা খেলিতেছে খুশীমনে !
এখনো তেম্‌নি সন্ধ্যা কাটায় পদ-কীর্ত্তন করি,
নাকের উপরে রসকলি কাটে সুরসিকা সুন্দরী !
বালিকা মেয়েরা বনে বনে ফেরে—কবরীতে মালা পরে
তরুণী বধুরা নিশিথিনী জাগে পুলকিত অন্তরে ।
কুমারী কন্যা তোলে ফুলদল দেউলে পূজার লাগি,
শুক্লাতিথির মাধবী যামিনী রহে বিরহিনী জাগি ।
গিরিধারীলাল বাঁচিয়া আছেন—কিন্তু গিয়াছে প্রিয়া,
মানিক এনেছে সুন্দরী বধূ বৈশাখে ক'রে বিয়া ;
মহিষবাথানে চলে গেছে কবে বধূরূপে মল্লিকা,
সেবারের জ্বরে পেয়েছে গঙ্গা শ্যামা মেয়ে মালবিকা ।

সুজন এখনো করেনি বিবাহ—জানা গেছে খোঁজ নিয়ে
চরণদাসের বিষম চিন্তা—হবে কি এ টাকা দিয়ে ?
সকলেই প্রায় গিয়াছে ভুলিয়া—নাম করেনাক' হায়
কেবল যখন গ্রামের সকলে সিনান করিতে যায়—
নদীর কিনারে কদম বকুল ফুলভারে অবনত
দাঁড়ায়ে রয়েছে নীরব নয়নে যেন ভালবেসে কত।
ঘুমায়ে রয়েছে একটি কন্যা তাহাদের ছায়াতলে,
মনে পড়ে যায় সকল কাহিনী—কুসুমের কথা বলে !

*

সবিতা সেদিন সবে চলে গেছে অস্তাচলের পারে
ঢাকিয়াছে শ্যাম ধরণীর মুখ আধাআলো আঁধিয়ারে ;
ওপারের হাট ভেঙে গেছে কবে—থেমে গেছে বিকিকিনি,
গ্রামের সকলে ফিরে গেছে গ্রামে—ফিরে গেছে পসারিণী !
সন্ধ্যা হেরিয়া খেয়ার তরণী বাঁধিয়া গিয়াছে নেয়ে
এমন সময়ে দূরে দেখা গেল পল্লীর পথ বেয়ে

কে যেন চলেছে অচেনা পথিক—যেন কোন পথহারা
ঘরে ফিরিবার নাহিক কামনা—নাহি বুঝি কোন তাড়া
বিপুল ক্লান্তি-বিজড়িত মুখে পড়িয়াছে কেশগুলি
যেন উদাসীন চলিছে একাকী বিশ্ব-বারতা ভুলি
আঁখি দুটী হেরে চোখে নামে জল এম্‌নি করুণ হায়
কোন অলকায় একাকী পথিক চলিতেছে সন্ধ্যায় !
সেদিন রাত্রে নদীর কিনারে শোনা গেল বাঁশী ধ্বনি,
আকাশ বাতাস কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে রণরণি।
মনে হয় যেন নিখিল বেদনা—করুণ কান্না রাশি,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেণুর রন্ধ্রে উঠিতেছে উচ্ছাসি !
গভীর রাত্রি—নীরব ভুবন—নিরজন বনগুলি
আকাশে চন্দ্র জোছনা ঢালিয়া করিয়াছে মঞ্জুলী !
যেন সে প্রকৃতি ঘুমায়ে পড়েছে বেণুর করুণ সুরে
কেবল জাগিছে বিরহিনী নারী—বেদনায় আঁখি ঝুরে।
সুখী যেই জন না জানে বেদন—ঘুমায়ে গিয়াছে যারা
বাঁশীর সুরের মধু-মহিমায় স্বপন দেখিছে তারা

প্রোষিত মেয়ের ঘুম ভেঙে যায়—জেগে বসে বেণু শোনে,
হায়রে বিরহী। কে তুই ভরালি বুক ভরা ক্রন্দনে।
মনে মনে ভাবে—এম্‌নি করুণ কানাই বাজাত বাঁশী,
একখানি ছবি নিবিড় ব্যথায় উঠিল নয়নে ভাসি।
হায়রে প্রেমের ভুখা-দেবতার পাষাণ-বেদীর তলে
সাজায়ে দিয়েছে প্রাণের অর্ঘ্য ভাসিয়া নয়ন জলে,
দিল উপানয় নীল আঁখি দুটি—প্রাণের যতেক বাণী,
তবু মিলিলনা—প্রেয়সী তাহার,—তাই কি সে অভিমানী
বরণ করিল নীরব মৃত্যু— নমিল সে বিভাবরী
উপহার দিল ক্ষুধিত-দেবের পাষাণ-দেউল ভরি!
সেই দিন হ'তে প্রতি রজনীতে স্তব্ধ নিশীথ-ক্ষণে,
বাঁশের বাঁশরী বাজিয়া বাজিয়া কেঁদে মরে অকারণে
কোন অলকার ঘুমানো প্রিয়ারে জাগাবার অভিলাষে
কেহ নাহি জানে কোন সে বিরহী বাজায় কী উচ্ছ্বাসে।
বিহানে যখন গাগরী ভরিতে চলে পথে পুর-নারী
বকুল-তলায় কুসুম-ছড়ানো এ যেন অবাক ভারি

রাত্রি ভরিয়া ফুলের অর্ঘ্য কে হেথা বহিয়া আনে
সকলেই ভাবে কোন সে সেবক—কেহ তাহা নাহি জানে।

*

এম্‌নি করিয়া কেটে চলে দিন—একদিন বৈশাখে
আসিল ঝঞ্ঝা—উন্মান মেঘ—দৈব দুর্ব্বিপাকে
ছাইয়া ফেলিল নিখিল গগন—অনন্ত বিভাবরী
বাজে মন্দিরা—মেঘের মাদল—দুঃসহ শর্ব্বরী।
গ্রামের সকলে ভয় পেয়ে গেল আজি কি প্রলয় হ'বে
কঠিন মৃত্যু আসিছে কি ধেয়ে ধ্বংসের গৌরবে?
শিশুরা লুকালো মায়ের বক্ষে নিদারুণ পেয়ে ভয়
নিখিল বিশ্ব—পূর্ণ প্রকৃতি আজি কি পাইবে লয়?
এম্‌নি করিয়া কেটে যায় রাত—সেদিন বিহান হ'লে
সূর্য্য যখন রথে আরোহিল অরুণ উদয়াচলে

চমকি সভয়ে গ্রামের সকলে দেখিল সেথায় পড়ে
বকুলের তলে কদম-ছায়ায় কানাই রয়েছে মরে!
হায়রে তাহারে চেনাই কঠিন—কোথা কিশলয় শ্যাম
নবীন দেহের নধর মূরতি—সজীবতা অভিরাম,
রুক্ষ কেশের কেয়ারী পড়েছে অনাদরে চারিধারে
তবু চেয়ে আছে সেই আঁখি দুটি—যেন সে খুঁজিছে কারে
পড়িয়া রয়েছে ছিন্ন-মুকুল—প্রিয়ার শয়নতলে
হাতেতে রয়েছে বাঁশের বাঁশরী—বুক ভাসে আঁখিজলে!
মনে হয় যেন কোন সে বিরাগী যাত্রা করিয়া প্রাতে
উতরিয়া হায় অলকানন্দা আজি বৈশাখী রাতে
ঘুমায়ে গিয়েছে প্রেমের তীর্থে—চির-ঘুম-বিহ্বল!
প্রলয়-নিশির কাল-ঝঞ্ঝায় ছিঁড়েছে কি শতদল?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া গ্রামের পুরুষ—বধূগণ চেয়ে আছে
নয়ন ভরিয়া দেখে নেয় সবে—আর কি দেখিবে পাছে?
তারপ'রে তারা আঁচল ভরিয়া পুষ্প-স্তবক আনি
বাসর বিছাল বকুলের তলে কত সে ধন্য মানি

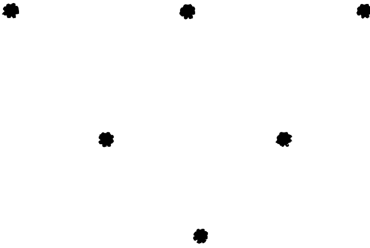
কুসুমের পাশে পাতিল শয়ন দেবে বলে বিশ্রাম,
জীবনে যাহারে পেলনা লভিতে—মরণে সিদ্ধকাম !

*

যদি তুমি যাও—দেখিবে আজিকে আত্রেয়ী-নদী তীরে
ঐ যে যেখানে দুটি ফুলগাছ নামিয়া এসেছে নীরে
সবুজ শোভায়—ফুলের প্লাবনে সিকতা তুলেছে ভরি'
কচি পাতাগুলি গান গেয়ে যায় নদী সাথে মর্ম্মরি।
সেই ছায়াতলে ঘুমায়ে রয়েছে দুটি শিশু পাশাপাশি,
জীবনে তাহারা ভালবেসেছিল—মরণেও ভালবাসি !
তটিনী তাদের ঘুম আনে চোখে চুপিচুপি গান গেয়ে
কদম অঝোরে কুসুম ছড়ায় তাদের মুখটি চেয়ে।
মলয় পবন বহে সুস্বন—বকুল স্বপন আনে
বনের বিহগ—শ্যামা ও দোয়েল কথা কয় কানে কানে ;

সূর্য্য ছড়ায় আলোর আবীর—নিশিথিনী মধুরিমা
পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্না আসিয়া ভরে দেয় গেহ-সীমা ;
সন্ধ্যাবেলায় জোনাকিরা এসে জ্বেলে দেয় দীপগুলি
মরণ আসিয়া হার মেনে গেছে—মৃত্যু গিয়েছে ভুলি।
চুপিচুপি যেয়ো নদীর-কিনারে—কথা কয়োনাকো জোরে
ঘুমায়ে রয়েছে দুটি শিশু সেথা—ঘুম কি ভাঙিবি ওরে !
নীরবে দাঁড়ায়ে নিমেষ-নিহত নিরজন-নীপবনে
দেখে এসো শুধু—ফেলোনাকো জল—ভরোনাকো ক্রন্দনে ;
জীবনে যাহরা পেয়েছে দুঃখ—লভিয়াছে হাহাকার
মরণে তাদের সুখের স্বপন ভেঙোনা বন্ধু আর !
মন্দাকিনীর স্নেহ-উচ্ছল অসীম করুণা স্রোতে
ভেসে এসেছিল দুটি উৎপল ধরণীর সৈকতে,
পারিজাত-সুধা বক্ষে ধরিয়া নামহীন অনামিকা
রচেছিল এই বালুর বেলায় পুলকের দীপশিখা ;
তারপর এক বৈশাখীরাতে মরণের ইঙ্গিতে
ভেসে গেছে সেই আলোর দীপালি আপনারে বলি দিতে

ভরিয়া ধরার বালুর বক্ষ নির্ম্মম বিভাবরী
পাড়ি দিয়ে গেছে অকূল তিমির সহচর-সহচরী



কুসুম গিয়েছে ঝরিয়া অতীতে দিবসের সমাপনে,
আজিও তাহার স্নিগ্ধ সুরভি ভেসে আসে ক্ষণে-ক্ষণে

